টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত

আইসিসি-র টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষে চলে এল ভারত। টপকে গেল অস্ট্রেলিয়াকে। একদিনের ক্রিকেট, টি২০ তে আগেই শীর্ষে ছিল ভারত। এবার তিন ঘরানাতেই ভারত ১ নম্বরে।

লিভারপুল-সিটি ড্র, শীর্ষে গেল আর্সেনাল

আজকালের প্রতিবেদন

লিভারপুলকে হারালে ইপিএলের শীর্ষে যেত গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। রবি-রাতে প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকেও সেই সুযোগ হারাল পেপ গুয়ারদিওলার দল। অ্যানফিল্ডে তারা ১-১ ড্র করল লিভারপুলের সঙ্গে। ২৩ মিনিটে সিটির গোল জন স্টোনসের। ৫০ মিনিটে পেনাল্টিতে সমতা ফেরান অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। এই ফলে দুই ও তিনে থাকল যথাক্রমে লিভারপুল (২৮ ম্যাচে ৬৪) ও ম্যান সিটি (২৮ ম্যাচে ৬৩)।

শনিবারই ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে ইপিএলের শীর্ষে উঠে এসেছিল আর্সেনাল (২৮ ম্যাচে ৬৪)। পয়েন্ট সমান হলেও গোলপার্থক্যে তারা এগিয়ে লিভারপুলের থেকে। গত ম্যাচে শেফিল্ডের বিরুদ্ধে বড় জয়ের পর আর্সেনালের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। শনিবার সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই খেলতে নেমেছিল মিকেল আর্তেতার দল। জয়ী ২-১ ব্যবধানে। ১৯ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ডেক্লান রাইস। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ব্রেন্টফোর্ডকে সমতায় ফেরান ইওয়ানে উইসা। ৮৬ মিনিটে কাই হাভার্ৎজ গোল করে আর্সেনালকে জয় এনে দেন। রবিবার ইপিএলের অন্য ম্যাচে টটেনহ্যাম ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে অ্যাস্টন ভিলাকে।

অন্যদিকে লা লিগায় ফের হারের মুখে পড়ল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। টেবিলের অনেক নীচে থাকা কাডিজের কাছে ০-২ পরাজিত দিয়েগো সিমিওনের দল। কাডিজের হয়ে জোড়া গোল করেছেন জুয়ানমি। ম্যাচ হেরে লিগ টেবিলের ৪ নম্বরেই থাকল অ্যাটলেটিকো। তবে জয় পেয়েছে জিরোনা। ওসাসুনাকে ২-০ হারিয়ে তারা উঠে এসেছে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে। গোল করেছেন পোর্তু ও স্যাভিও।

ফরাসি লিগে রেইমসের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জিততে ব্যর্থ পিএসজি। যদিও প্রথমে গোল হজম করেছিল প্যারিসের দলটি। খেলার ফলাফল ২-২।

রেইমসের সঙ্গে খেলায় মূলত দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিলেন পিএসজি কোচ লুই এনরিকে। কিলিয়ান এমবাপে, কোলো মুয়ানি, উসমান ডেম্বেলেরা ছিলেন রিজার্ভ বেঞ্চে। ম্যাচ শুরুর ৬ মিনিটের মধ্যেই গোল করে রেইমস। ১৭ মিনিটে বিপক্ষের ডিফেন্ডার ইউনিস আবদেলহামিদ আত্মঘাতী গোল করে পিএসজিকে সমতায় ফেরায়। দু'মিনিটের মধ্যে আরও একটি গোল পিএসজি-র। দলকে এগিয়ে দেন গঞ্জালো র‍্যামোস। এরপর মরিয়া হয়ে আক্রমণে ঝাঁপায় রেইমস। শেষে ৪৫ মিনিটে আবার গোল পায় তারা। বিরতির পর এমবাপে-মুয়ানিদের নামান পিএসজি কোচ। কিন্তু আর গোল আসেনি।

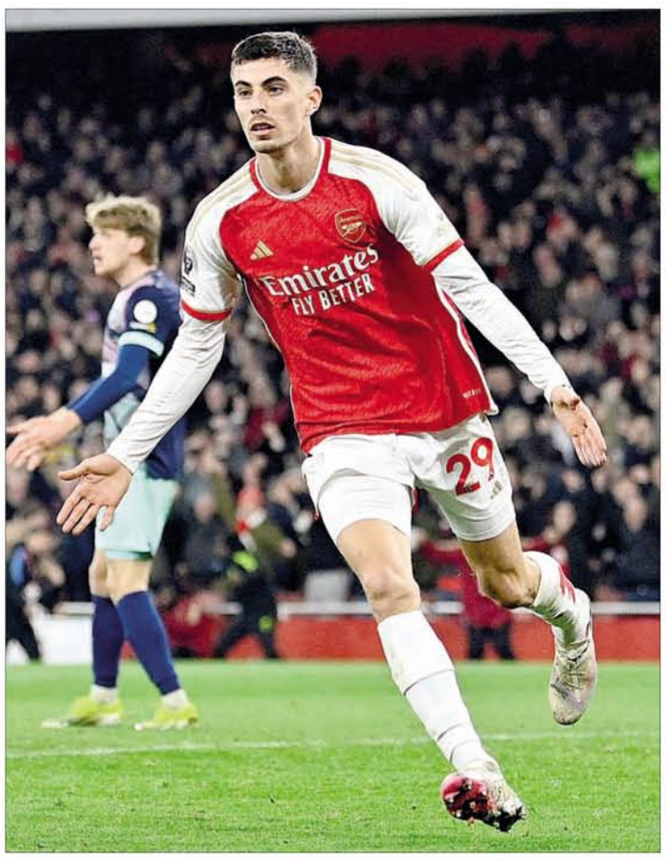

জয়সূচক গোলের পর কাই হাভার্ৎজের উচ্ছ্বাস। ছবি: এএফপি

সাহায্যের প্রস্তাব দিল আইএফএ

আজকালের প্রতিবেদন

রাজারহাটে ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পরিকাঠামো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যেটুকু হয়েছে, সেটাও দেখভালের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। রবিবার ইটানগরে ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে গিয়ে আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি প্রস্তাব রাখেন, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পরিকাঠামোর হাল ফেরাতে এবং অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে, তাঁদের দায়িত্ব দিলে বা সাহায্য চাইলে, করতে রাজি। একইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলে ভার-এর প্রয়োগ দরকার বলে জানান আইএফএ সভাপতি।

কলকাতার বৈঠকে ফেডারেশনের বার্ষিক সূচিতে কলকাতা ফুটবল লিগকে জায়গা দেওয়ার কথা আর একবার মনে করিয়েছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। ইটানগরেও একপ্রস্থ কথা হয়েছে। আইএফএ-র আশা, সমাধান সূত্র বেরোবে। ডুরান্ড কমিটির সঙ্গে আলোচনা এবং আইলিগ টায়ার থ্রি-র ম্যাচের সময় সরলে।

এদিকে, কলকাতায় কোচ ইগর স্টিমাকের সঙ্গে আলোচনায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের আভা সিটিতে ২১ মার্চ ম্যাচ খেলতে যাওয়ার সমস্যা দূর করতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন। এদিন সভায় কমিটির সদস্যদের সামনে সেটা বলেন তিনি।

এদিকে সচিব পদ থেকে অপসারণের পরও সাজি প্রভাকরণ এএফসি-তে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন। সেটা আটকাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখন থেকে আর ফেডারেশনের কোনও বেতনভুক সদস্য এএফসি-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন না।

রিচা ঘোষের দুরন্ত ৫১ কাজে এল না।

রিচার দুরন্ত লড়াই, তবু হার বেঙ্গালুরুর

আজকালের প্রতিবেদন

শেষ বলে দরকার ২ রান। কিন্তু তীরে এসেও তরী ডুবল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোরের। দিল্লি ক্যাপিটালস জিতে নিল ১ রানে। ডব্লুপিএলে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে দিল্লি। বেঙ্গালুরুর জয়ের আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন বাংলার রিচা ঘোষ। তাঁর দুরন্ত লড়াই কাজে এল না। ২৯ বলে ৫১ রান করে শেষ বলে রান আউট হলেন রিচা।

শুরুতে ব্যাট করে বড় রানই করেছিল দিল্লি (১৮১/৫)। সর্বাধিক ৫৮ রান (৩৬ বলে) করলেন জেমাইমা রডরিগেজ।

শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে শুরু করেছিলেন মেগ ল্যানিং ও শেফালি ভার্মা (২৩)। অল্পের জন্য হাফ সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেছেন অ্যালিস ক্যাপসি। ৩২ বলে ৪৮ করে ডাগআউটে ফেরেন তিনি। বেঙ্গালুরুর হয়ে একাই ৪টি উইকেট নিয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল।

এদিকে, ১৮২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু। স্মৃতি মানধানা ফেরেন ৫ রানে। অন্য ওপেনার সোফি মোলিনেক্স করেন ৩৩। অ্যালিস পেরির ব্যাট থেকেও এল লড়াকু ৪৯ (৩৯)। তবে সবথেকে মূল্যবান ইনিংস খেললেন রিচা ঘোষ। তাঁর ইনিংসে ছিল ৩টি ছয়, ৪টি চার।

দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের গন্ধ পেল নিউজিল্যান্ড

আজকালের প্রতিবেদন

ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের গন্ধ পেল নিউজিল্যান্ড। জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার আর ২০২ রান। অন্য দিকে নিউজিল্যান্ডকে তুলতে হবে বিপক্ষের ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ১৬২-র জবাবে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ২৫৬। শনিবার দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে কিউয়িদের সংগ্রহ ছিল ১৩৪/২। তৃতীয় দিনে তারা থামল ৩৭২-এ। আগের দিন ৬৫ রানে অপরাজিত থাকা টম লাথাম ৭৩ করে ফেরেন। অন্য অপরাজিত ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র শতরানের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আগের দিনের ১১ থেকে রবিবার তিনি ফেরেন ৮২ রানে। রাচিনের ১৫৩ বলের ইনিংসে আছে ১০টি চার। দলের ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ড্যারিল মিচেল (৫৮) এবং স্কট কুগেলেইন (৪৪)। অসি বোলারদের মধ্যে সফলতম প্যাট কামিন্স (৪/৬২)। ৩টি শিকার নাথান লায়নের। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজেলউড, ক্যামেরন গ্রিন।

অসিদের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৭৯। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমেই বিপর্যয় শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ার। বোর্ডে ৩৪ রান ওঠার ফাঁকেই তাদের ৪ উইকেটের পতন। ফিরে যান স্টিভ স্মিথ (৯), মারনাস লাবুশেন (৬), উসমান খোয়াজা (১১) এবং ক্যামেরন গ্রিন (৫)। এই অবস্থা থেকে অসি ইনিংসকে টেনে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন ট্রাভিস হেড (অপরাজিত ১৭) এবং মিচেল মার্শ (অপরাজিত ২৭)। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৭৭/৪। ২টি করে উইকেট ম্যাট হেনরি, বেন সিয়ারসের।

আবার ব্যর্থ রাহানে, শ্রেয়স

আজকালের প্রতিবেদন

রনজি ট্রফির ফাইনালে আগে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে প্রথম ইনিংসে বড় রান করতে ব্যর্থ মুম্বই। রবিবার ওয়াংখেড়েতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নেয় বিদর্ভ। মুম্বইয়ের ইনিংস শেষ ২২৪ রানে। শুরুটা ভাল করেছিল তারা। প্রথম উইকেটের জুটিতে উঠল ৮১। দুই ওপেনার পৃথ্বী শ (৪৬) এবং ভূপেন লালওয়ানি (৩৭) ফিরতেই মিডল অর্ডারে ধস। আবার চূড়ান্ত ব্যর্থ অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে (৭) এবং শ্রেয়স আয়ার (৭)। ছন্দে থাকা মুশির খানও ফেরেন ৬ করে। শার্দূল ঠাকুর প্রতিরোধ না করলে মুম্বইয়ের অবস্থা আরও করুণ হত। ৬৯ বলে ৭৫ করেন শার্দূল। মেরেছেন ৮টি চার, ৩টি ছয়। যশ ঠাকুর ৩টি, উমেশ যাদব ২টি উইকেট নেন। মুম্বই ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হতাশ শচীন তেন্ডুলকার। ভাল শুরুর পরেও অত্যন্ত সাধারণ ক্রিকেট খেলায় ব্যাটারদের সমালোচনা করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার। অন্য দিকে রাহানে, শ্রেয়স আবার ব্যর্থ হলেও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শার্দূল। তাঁর কথায়, সমালোচনা না করে ওঁদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। দিনের শেষে বিদর্ভ ৩১/৩।

অলিম্পিকের স্বপ্ন শেষ বজরং, রবির

আজকালের প্রতিবেদন

অলিম্পিকের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল বজরং পুনিয়া ও রবি দাহিয়ার। দু'জনেই টোকিও অলিম্পিকে পদকজয়ী। নিজের নিজের ইভেন্টে ট্রায়ালে তাঁরা দু'জনই ছিটকে গেলেন। ৬৫ কেজি ফ্রি স্টাইলে নেমেছিলেন বজরং। প্রথম রাউন্ডে রবিদারের বিরুদ্ধে কোনওরকমে জয় পেলেও সেমিফাইনালে হেরে গেলেন রোহিত কুমারের কাছে। এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন সুজিত কলাকল। রানার্স হওয়ার সুবাদে রোহিত যাবেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নিপে। অন্যদিকে, ৯-১২ মে ইস্তানবুলে অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন পর্বে অংশ নেবেন সুজিত। প্রসঙ্গত, এই ট্রায়ালের জন্য দীর্ঘদিন রাশিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বজরং। এমনকী, নির্বাসিত কুস্তি ফেডারেশনের এই ট্রায়াল নেওয়ার এক্তিয়ার আছে কিনা, তা নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলাও করেন।

টোকিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী রবি দাহিয়া নেমেছিলেন ৫৭ কেজি বিভাগে। দীর্ঘদিন চোটের জন্য বাইরে ছিলেন। ফিরে এসেও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। প্রথম রাউন্ডে ১৩-১৪ ব্যবধানে হারলেন আমন শেরওয়াতের কাছে। তারপর হারলেন অনূর্ধ্ব ২০ এশীয় চ্যাম্পিয়ন উদিতের কাছে। এই বিভাগে অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের প্রতিনিধি আমন শেরওয়াত। ৭৪ কেজি বিভাগে জয়ী জয়দীপ, ৮৬ কেজি বিভাগে জয়ী দীপক পুনিয়া।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে চ্যাম্পিয়ন সাত্ত্বিক-চিরাগ

আজকালের প্রতিবেদন

তাঁদের নিয়ে স্বপ্ন দেখছে গোটা দেশ। চলতি বছরেই প্যারিস অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে তাঁরা দেশকে পদক দেবেন, এই প্রত্যাশা অনেকেরই। তাঁরা সোনার জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। এইমুহূর্তে ব্যাডমিন্টনে পুরুষ ডাবলসে বিশ্বের এক নম্বর জুটি রবিবার রাতে চ্যাম্পিয়ন হলেন ফ্রেঞ্চ ওপেনে। সেই প্যারিসেই। ফাইনালে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চাইনিজ তাইপের লি ঝে হুয়েই-ইয়াং পো সুয়ান। অত্যন্ত দাপটের সঙ্গেই সাত্ত্বিক-চিরাগ জিতলেন ২১-১১, ২১-১৭ পয়েন্টে। চলতি বছরে টানা তিনটি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলেন তাঁরা, জিতলেন প্রথম খেতাব। ফ্রেঞ্চ ওপেনে তৃতীয়বার ফাইনালে উঠে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। আগের দিন, শনিবার রাতে তাঁরা ২১-১৩, ২১-১৬ ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার সিও সেউং জে-কাং মিন হিউককে হারিয়ে উঠেছিলেন ফাইনালে।

সাত্ত্বিক-চিরাগের সঙ্গে প্যারিসেই আছেন জাতীয় ব্যাডমিন্টন কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদ। সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সাত্ত্বিক-চিরাগের। এই দু'জন যে অলিম্পিকে পদক জয়ের দাবিদার, তা পরিষ্কার জানিয়েছিলেন গোপী। একইসঙ্গে আশা প্রকাশ করেছেন, এবারই অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টন থেকে প্রথম সোনা পাবে ভারত। হয়তো তাঁর বাজি সাত্ত্বিক-চিরাগই।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সাত্ত্বিক-চিরাগ। ছবি: এক্স

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬

[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]

এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ সাব রুল (২) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

– এবং –

বিষয়: **এসটি ট্রাফিন প্রাইভেট লিমিটেড,** যার রেজিস্টার্ড অফিস হোয়াইট টাওয়ার্স, চতুর্থ তল, ১১৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২।

..... পিটিশনার

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিটি) দিল্লি'** তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সজ্ঞাত্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে রিজিওনাল ডিরেক্টরের প্রতি ক্ষমতা দান করা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিয়ন, **নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতুর্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা**- ৭০০০২০ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির এই রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে:

''হোয়াইট টাওয়ার্স, চতুর্থ তল, ১১৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২''

বোর্ডের জন্য এবং তরফে
এসটি ট্রাফিন প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
(সুশীল কুমার টিবরেওয়াল)
ডিরেক্টর
(০০৫৩২৪২২)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৩.২০২৪

কেন্দ্রীয় সরকার,
ইস্টার্ন রিজিয়ন কলকাতা সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়

এবং

বিষয়: **পুষ্কর সেলস প্রাইভেট লিমিটেড** (CIN: U51909WB2008PTC130218) যার রেজিস্টার্ড অফিস ৪/৫ আজাদগড়, পোঃ বিজেন্ট পার্ক গ্রাউন্ড ফ্লোর, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০, পশ্চিমবঙ্গ

...পিটিশনার

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, **১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'** থেকে **'তেলেঙ্গানা রাজ্য'**-তে এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানির সজ্ঞাস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০২০ সমীপে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির উক্ত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।

মেসার্স পুষ্কর সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর
জন্য ও তরফে
স্বা/-
খারতা রাম চৌধুরি
ডিরেক্টর
(01888480)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৩.২০২৪

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১
'জীবন সুধা বিল্ডিং', ফ্লোর নং ৯,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১

বিক্রয় ঘোষণা নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এর ধারা ২৫ এবং ২৯ দ্রষ্টব্য)

১. **ইন্ডসিন্ড এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ,** যার রেজিস্টার্ড অফিস স্যুট নং ৩০৩এ, চতুর্থ তল, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯।
২. **অমল কৃষ্ণ রায়,** পিতা প্রয়াত অনিল চন্দ্র রায়, বাড়ি বিড়াডিঙ্গি, নেতাজিগড়, হাওড়া-৭১১১০৮ এবং ব্যবসার ঠিকানা ৩০৩এ, চতুর্থ তল, প্রেমিসেস নং ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯।
৩. **আশিস কুমার রায়,** পিতা প্রয়াত কিশোরীলাল রায়, বাড়ি ৫ম তল, ঘোলাঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০৪৮ এবং ব্যবসার ঠিকানা ৩০৩ এ, চতুর্থ তল, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯।
৪. **সুনীল কুমার ছাপার্তা,** বাড়ি ফ্ল্যাট নং ৫/৭, পূর্বাচল, ফেজ-২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ এবং ব্যবসার ঠিকানা স্যুট নং ৩০৩এ, চতুর্থ তল, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯।
৫. **বিমল দাস,** পিতা সুধীর চাঁদ দাস, বাড়ি এসি৪, দেশবন্ধু নগর, কলকাতা-৭০০০৫৯ এবং ব্যবসার ঠিকানা স্যুট নং ৩০৩এ, চতুর্থ তল, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯।
৬. **স্বপন কুমার কুণ্ডু,** পিতা প্রয়াত মতিলাল কুণ্ডু, বাড়ি নিরঞ্জন নগর, চন্দননগর, হুগলি-৭১২১৩৬ এবং ব্যবসার ঠিকানা স্যুট নং ৩০৩এ, চতুর্থ তল, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯ এবং এছাড়াও: মানিক সরকার চক, (কে কে নার্সিংহোমের নিকটে), ভাগলপুর-১।
৭. **শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়,** স্বামী অমল কৃষ্ণ রায়, বাড়ি ১৩২, বেড়াডিঙ্গি, নেতাজিগড়, হাওড়া-৭১১১০৮।

যেখানে **কানাড়া ব্যাঙ্ক বনাম ইন্ডসিন্ড এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ**-এর মধ্যে কেস নং **ওএ/২৫৮/১৯৯৯** এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১, কলকাতার জারি করা সার্টিফিকেট নং **আরসি/১৯/২০২০** তারিখ ০১.১০.২০২০ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নে উল্লিখিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন।

এতদ্বারা আপনাদের অবগত করা যাচ্ছে যে বিক্রয় ঘোষণা এবং নিয়মাবলী নির্ধারণের তারিখ **২৬.০৩.২০২৪** নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতদ্বারা আপনাদের উক্ত সম্পত্তিগুলির অথবা কোনও অংশের দায়, চার্জসমূহ, দাবিসমূহ অথবা দায়িত্বসমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর গোচরে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধকী সম্পত্তিগুলির বিবরণ (রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এর ধারা ২৫ এবং ২৯ দ্রষ্টব্য)

১. ফ্ল্যাট নং ১ এর সমগ্র, বিল্ডিং নং ৭, ২১১ ক্যানাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৪৮ মোট এরিয়া ১০৮৬ বর্গফুট।
২. ফ্ল্যাট নং ৩ এর সমগ্র, বিল্ডিং নং ৭, একতলে, প্রেমিসেস নং ২১১, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৭০০০৪৮, মোট এরিয়া ১১২২ বর্গফুট।
৩. ফ্ল্যাট নং ৪ এর সমগ্র, বিল্ডিং নং ৭, একতল, ব্রিজধাম হাউজিং কমপ্লেক্স, শ্রীভূমি, ভিআইপি রোড, কলকাতা-৭০০০৪৮, মোট এরিয়া ১১২২ বর্গফুট।

তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল নং ১
কলকাতা

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
লোকাল অফিস: অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃমি, ৩য় তল, সীতা উষা স্কোয়্যার কমপ্লেক্স, কঙ্করবাগ মেন রোড, পাটনা ৮০০০২৯
রেজিস্টার্ড অফিস- ত্রিশূল, ৪র্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল' গার্ডেন, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ ৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এর পাশাপাশি জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **মিসেস মৌসুমী অধিকারী দাস (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী উৎপল অধিকারী, **মিঃ উৎপল অধিকারী**-এর থেকে **১৯.০৭.২০১৯** তারিখের ভিত্তিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা) এর পাওনা অর্থাঙ্ক বাবদ **₹৮৬২,৫৭৯/- (আট লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো উনআশি টাকা মাত্র)** লোন এসি নং **PHR031901761579** তৎসহ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে বকেয়া সুদ পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে **২৮.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে। নিলাম বিষয়ক বিশদ নিচে প্রদত্ত:

জানা দায় (থাকলে)	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা নেই। ক্রেতাকে দিতে হবে বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর ও প্রযোজ্য অন্য বিধিবদ্ধ বকেয়া।
সংরক্ষণ মূল্য (₹)	**₹৮,৫০,০০০.০০ (সম্পত্তি নং ১)**
বায়না জমা (₹)	**সম্পত্তি নং ১: ₹৮৫,৫০০/- (পঁচাশি হাজার পাঁচশো টাকা)** 'অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিডি মারফত।
বিড গুণক	₹২০০০০/- (কুড়ি হাজার পাঁচশো টাকা) প্রতি সম্পত্তির জন্য।
বায়না জমা সহ বিড/ টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়:	**২৭.০৩.২০২৪,** বেলা ৪.০০ অবধি এ সি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল (পিছনে লিফট), ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০০৭১-এ অনুমোদিত অফিসারকে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়, স্থান:	**২৮.০৩.২০২৪,** বেলা ১১.০০ থেকে ১২.০০টা অসীম স্বতঃ সম্প্রসারণ সময় ৫ মিনিট ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com-এ। বিড ফরম, ঘোষণা সহ ই নিলাম বিড ফরম সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সূচি- বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১

পুরুষোত্তম অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট নং জি-১-এর সমগ্র অংশ, একতলায় পিছনে সুপারবিল্ট মাপ ৩৬৫ বর্গফুট কমবেশি, পুর হোল্ডিং নং ১৩৮ (২৫৭), শহীদ ননী সাহ